আমাদের অভিন্ন ক্ষেত্র, আমাদের সম্পূরক ভূমিকা

সার্বভৌম ও জবাবদিহিতামূলক সুশীল ও এনজিও সমাজ গড়ে তুলতে চাই সমতাভিত্তিক অংশিদারিত্ব

বাংলাদেশের স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওসমূহের পক্ষ থেকে ১৮টি প্রত্যাশা

ডাব্লিউএইচএস (ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট), গ্রান্ড বারগেইন এবং ডেভেলপমেন্ট ইফেকটিভনেস- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অনুসরণযোগ্য এই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি নীতিমালা প্রকাশের পর বছর ঘুরে এসেছে। এ নীতিমালা আন্তর্জাতিক এনজিও, দাতা সংস্থা এবং জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাংলাদেশি এনজিও ও সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ ১৮টি প্রত্যাশা ও দাবি তুলে ধরেছে। বাংলাদেশে মানবিক সহায়তায় কর্মরত সংগঠনসমূহ ২০১৫-১৭ সময়কালে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত করে এবং চূড়ান্তভাবে গত ১৯ আগস্ট ২০১৭ ঢাকায় একটি মতবিনিময় সভায় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। তার ভিত্তিতে এই দাবিসমূহ গৃহীত হয় যা ৫০টি স্থানীয় এনজিও সমর্থন করে। উপরোক্ত তিনটি আন্তর্জাতিক নীতি ও তার দর্শন মানবিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে স্থানীয় সহযোগিদের অংশগ্রহনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। উপস্থাপিত দাবিসমূহ হচ্ছে:

১. আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহের প্রধান ভূমিকা হবে দক্ষিণ গোলার্ধের স্থানীয় সুশীল সমাজকে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করা।

২. স্থানীয় পর্যায়ে কাজের নীতিমালা ও স্থানীয় এনজিওসমূহের সাথে অংশিদারিত্ব হবে স্বচ্ছতা ও সমতাপূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যা সর্বোচ্চ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্তিকরন (inclusiveness) ও সমন্বয়তা বজায় রাখবে।

৩. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের অংশীদারদের সাথে যোগাযোগের সময় বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিংঘের সংস্থাসমূহের সকল যোগাযোগের ভাষা হবে বাংলা।

৪. কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন কোনো নেটওয়ার্ক গঠন করার আগে বিদ্যমান নেটওয়ার্কসমূহকে চালু করতে হবে। এর প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ ও অংশগ্রহনমূলক।

৫. আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে "মানবতা ও দায়িত্বশীলতার অ-বৈশ্বিকীকরন" এর বিরুদ্ধে নিজ দেশে ক্যাম্পেইন শুরু করতে হবে।

৬. দক্ষিণের দেশগুলোতে স্থানীয় প্রেক্ষাপট না বুঝে আর্থিক কর্মসূচি পরিচালনা স্থানীয় সুশীল সমাজ উন্নয়ন ও গণমুখী আচরণ বাধাগ্রস্ত করে।

৭. আত্মমর্যাদা ও আত্ম-নির্ধারিত এপ্রোচ তৈরি করাই হওয়া উচিত অগ্রাধিকার। সামর্থের মানদন্ড হতে হবে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এবং হিসাব রাখার সামর্থের (accounts-ability) চেয়ে জবাবদিহিতা (accountability) আগে বিবেচনা করা উচিত।

৮. স্থানীয়করন মানে স্থানীয় নিয়ন্ত্রন: জাতীয় পুলকৃত তহবিলের ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রন ও মালিকানা থাকতে হবে জাতীয় পর্যায়ের এনজিওদের হাতে। মধ্যস্থতাকারী সংস্থা সৃষ্টি স্থায়িত্বশীলতার জন্য উদ্বেগের বিষয়।

৯. একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গ্রুপের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চল বা জনগোষ্ঠী হতে উদ্ভুত ও নেতৃত্ব দানকারী স্থানীয় বা জাতীয় এনজিওর অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। কেবল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় বা জাতীয় এনজিওর অস্থায়ী আমদানী নিরুৎসাহিত করুন।

১০. বিশ্ব হিউম্যানিটারিয়ান সামিট ও গ্রান্ড বারগেইন দলিলের আলোকে ঘুর্ণিঝড় (যেমন রোয়ানু, মোরা) এবং বন্যা (যেমন সাম্প্রতিক হাওরের ঘটনা) সংক্রান্ত সকল সাড়াপ্রদান কর্মসূচি নিয়ে সকলের (জাতিসংঘের সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও, জাতীয় এনজিও, স্থানীয় এনজিও) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহনমূলক, বহুপাক্ষিক এবং উন্মুক্ত পর্যালোচনা করা উচিত। ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি ও ভুল মানে সম্পদের অপচয়।

১১. দুর্নীতির স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিতে হবে। নিন্দা, হুমকি ইত্যাদিকে এক করে দেখা কোনো সমাধান নয়। আমাদের নিজেদের সামর্থ ও জাতীয় এনজিওদের সুশাসনকে এ ব্যাপারে আগে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

১২. আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে তাদের অংশীদারের সাথে প্রকল্পের খুঁটিনাটি বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। পরস্পরের ওভারহেড ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্ধারণে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে।

১৩. আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে তাদের ব্যয়ের সংস্কৃতিতে প্রয়োজনীয়তা ও বিলাসিতার পার্থক্য অনুধাবন করতে হবে। অন্তত মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন সেবার ক্ষেত্রে সকলকে একটি অভিন্ন ব্যয় কাঠামো অনুসরণ করতে হবে।

১৪. বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ হওয়া উচিত প্রয়োজন নির্ধারিত। স্থানীয় পারদর্শিতাকে অগ্রাধিকার দিন। সদ্য পাশ করা বিদেশি বিশেষজ্ঞদের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহি পদে নিয়োগ দেয়া পরিহার করা উচিত।

১৫. আমরা লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (এলসিজি) এবং হিউম্যানিটারিয়ান কোঅর্ডিনেশন টাস্ক টিম (এইচসিটিটি)-র মতো গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে স্থানীয় যোগ্য প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাই।

১৬. স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহিতার বিকল্প নাই। কোর হিউম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার (সিএইচএস) বা মৌলিক মানবিক মানদণ্ড এক্ষেত্রে রেফারেন্স ও সনদ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য।

১৭. আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকেই দায়িত্ব নিতে হবে, তাদের অংশীদারদের আত্মমর্যাদা ও দরকষাকষির সামর্থ অর্জনের জন্য একটি ন্যূনতম একক নীতিমালার ভিত্তিতে অভিন্ন এনজিও ঐক্য বা সমন্বিত প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহনমুখীনতা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য।

১৮. সর্বোপরি, আমাদের, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওসমূহের, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহনমুখিতা ও জ্ঞানভিত্তিক এপ্রোচের জন্য আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

Secretariat: COAST Trust
Cox's Bazar Management and Training Centre:
75 Light House Road, Kolatoli, Cox's Bazar. Phone: 03641-63186
Principal Office: Metro Melody (1st floor), House 13, Road 2, Shamoly, Dhaka 1207,
Tel : +8802-58150082, 9118435 e-mail : info@coastbd.net web: **www.coastbd.net/ www.cxb-cso-ngo.org**